অদ্রীশ বর্ধনের প্রথম কল্পবিজ্ঞান উপন্যাস

মিলক্ক গ্রহে মানুষ

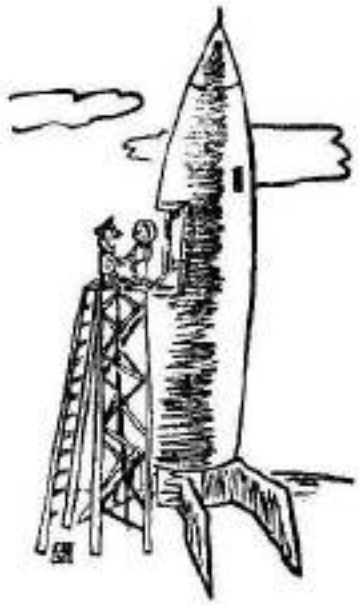

ফ্যানট্যাস্টিক ও কল্পবিশ্ব পাবলিকেশনস
যৌথ প্রয়াস

প্রকাশকের কথা

বাংলায় 'কল্পবিজ্ঞান'-এর জয়যাত্রা কিন্তু অনেকদিনের। ১৯৬৩ সালে অদ্রীশ বর্ধনের আশ্চর্যের হাত ধরে শুরু যে স্বর্ণযুগের, কালের নিয়মে তা আজ হারিয়েছে বিস্মৃতির অন্তরালে। উপযুক্ত প্রকাশক ও গবেষণার অভাবে তা দ্রুত মুছে যাচ্ছে ইতিহাসের পাতা থেকে। কল্পবিশ্ব প্রকাশনীর উদ্দেশ্য শুধু নতুন লেখক প্রতিভাকে সামনে আনাই নয়, কল্পবিজ্ঞানের ঐতিহ্যকে পাঠকের সামনে তুলে ধরা।

মিলক গ্রহের মানুষ অদ্রীশ বর্ধনের লেখা প্রথম কল্পবিজ্ঞান উপন্যাস। এটি সরাসরি বই আকারে প্রকাশ পেয়েছিল ১৯৬৩ সালে জানুয়ারি মাসে অদ্রীশ বর্ধন প্রতিষ্ঠিত আলফা-বিটা পাবলিকেশন থেকে। পরে আবার ফ্যান্টাসটিক প্রকাশনা থেকে বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৮৪ সালে। বাংলা কল্পবিজ্ঞানের আগ্রহী পাঠকদের জন্যে প্রায় ঊনচল্লিশ বছর পরে কল্পবিশ্ব পাবলিকেশন ফ্যান্টাসটিক প্রকাশনের সঙ্গে যৌথভাবে উপন্যাসটি পুনঃপ্রকাশের দায়িত্ব নিল। বইটিতে পুরোনো অলংকরণ এর সঙ্গে 'আশ্চর্য!' পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত কিছু বিজ্ঞাপনও সংযুক্ত হইল। বইটি প্রকাশের দায়িত্ব ও অনুমতি দেবার জন্যে অদ্রীশ বর্ধন ও তাঁর পুত্র অম্বর বর্ধনের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

আশা করি, কল্পবিশ্ব ও ফ্যান্টাসটিক এর যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত 'কিশোর কাহিনি সিরিজ' এর অন্তর্গত এই কল্পবিজ্ঞান উপন্যাসটি কল্পবিজ্ঞানের ইতিহাসের পাতায় যোগ্য সমাদর পাবে।

আশ্চর্য!'র পাতা থেকে

"না পড়ে থাকতে পারবেন না!"

—রোমাঞ্চ

"রহস্যময়, রোমাঞ্চকর, ভয়াবহ!!"

—দেশ

চাররঙা প্লাস্টিক ভার্ণিশ জ্যাকেটে মোড়া এন্টিকে ছাপা সচিত্র এই উপন্যাসটির প্রথম সংস্করণ প্রায় শেষ!

দাম তিন টাকা

অ্যাল্‌ফা-বিটা

আশ্চর্য!'র পাতা থেকে

মিলক গ্রহে মানুষ

অদ্রীশ বর্ধন

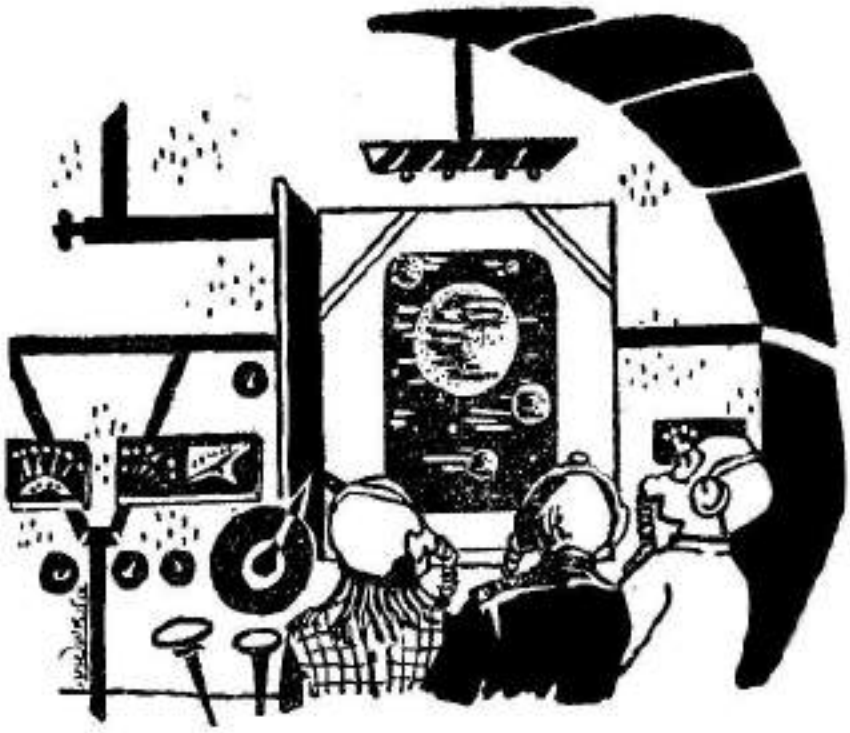

... চকিতে পর্দার ওপর ভেসে ওঠে ... জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড!
... সাঁৎ করে অদৃশ্য হয়ে যায় আগুনের গোলাটা। ...

রুদ্ধশ্বাসী এই উপন্যাসটির প্রথম সংস্করণ ফুরিয়ে এল!
বাংলা সাহিত্যে এ ধরনের সায়েন্স-ফিকশ্যন এর আগে বেরোয় নি।

আজই অর্ডার পাঠান! দাম মাত্র তিন টাকা
অ্যাল্‌ফা-বিটা, পোষ্টবক্স ২৫৩৯ কলিকাতা ১

অ্যাল্‌ফা-বিটা পাবলিকেশন্‌স্
পোষ্ট বক্স ২৫৩৯, কলিকাতা ১

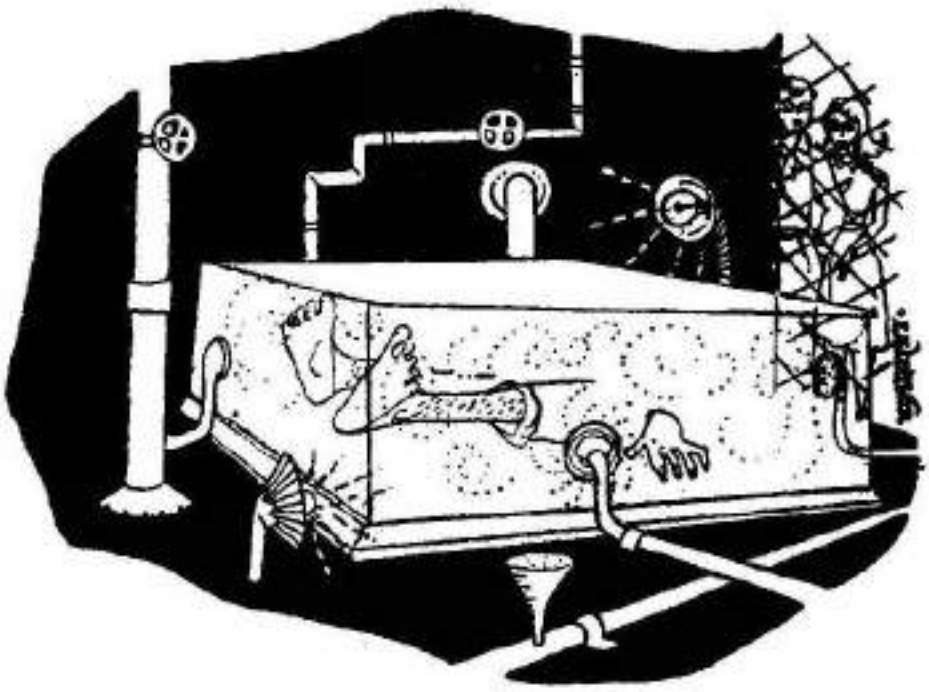

মিলক গ্রহে মানুষ

(১)

যাত্রা হল শুরু

আজ হতে বিশ বছর পরে।...

মস্ত এক প্রাঙ্গণের মাঝে সারি সারি দাঁড়িয়ে পনেরোটি রকেট-বিমান। পুরো একটি স্কোয়াড্রন আজ পৃথিবী ত্যাগ করবে। বিশাল বিশাল রকেটগুলোর চারপাশে তাই জেগেছে কর্মচাঞ্চল্য, সূর্যের আলো পড়ে ঝকঝক করছে তাদের রুপোলি ধাতব দেহ। প্রাগৈতিহাসিক যুগের দানবিক জানোয়ারের মতো সূচালো নাক আকাশের দিকে তুলে নিস্পন্দ দেহে তার প্রতীক্ষমান।...

এগিয়ে আসে চরম মুহূর্ত। তীক্ষ্ণ, তীব্র সাইরেনের আকাশ চেরা শব্দ আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায় গভীর নৈঃশব্দ্যের মাঝে। তারপর... দশ... নয়... আট... সাত... ছয়... পাঁচ... চার... তিন... দুই... এক...

আচমকা অগণিত বজ্রপাতের কানের পরদা ফাটানো দারুণ শব্দে থর থর করে কেঁপে ওঠে আকাশ-বন-প্রান্তর; চোখ ধাঁধানো হাজার হাজার বিদ্যুৎ ঝলসে

ওঠে রকেটগুলোর পেছনে; রাশি রাশি ধোঁয়া, আগুন আর বিকট গর্জনে মুহ্যমান হয়ে পড়ে সবাই।

কয়েকটি মুহূর্ত। তারপর সম্বিৎ যখন ফিরে আসে, তখন নীল আকাশে সাদা ধোঁয়ার রেখা জাগিয়ে চকচকে বর্শা-ফলকের মতো পনেরোটি রকেট-বিমান অকল্পনীয় গতিতে প্রবেশ করছে মহাশূন্যের মাঝে।

তারপরেই ধোঁয়া ছাড়া রইল না আর কিছুই।...

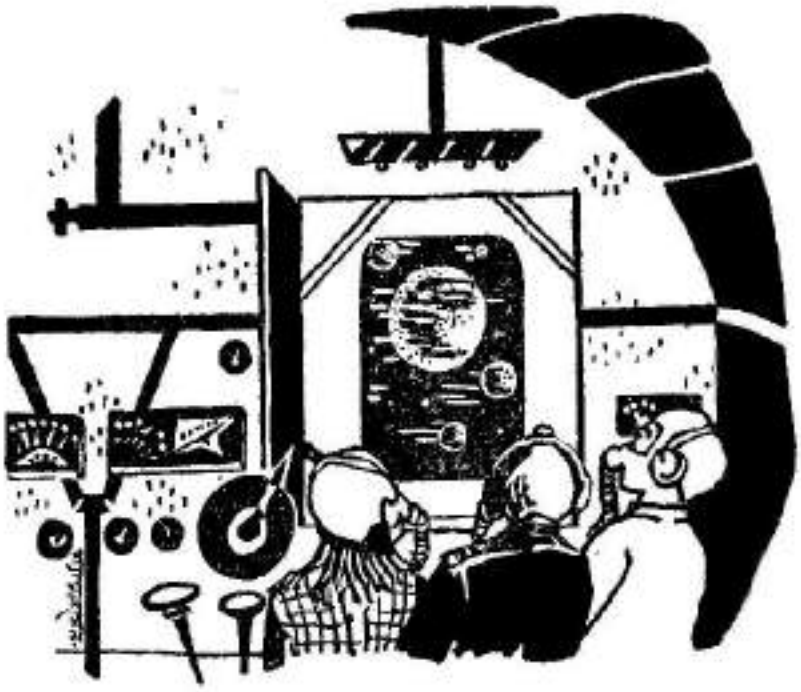

(২)

স্বর্গ?

একটা রকেটের কন্ট্রোল রুমে বসেছিল ওরা তিনজনে— কম্যান্ডার পানকিন, মেজর ধীমান ব্যানার্জী আর ক্যাপ্টেন লাইলা। এ রকেটের যাত্রী শুধু এই তিন জনই। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি ওরা। রাশিয়া থেকে এসেছে কম্যান্ডার পানকিন। সাত ফুট লম্বা অসুরের মতো তার চেহারা। নীল চোখে এক বেপরোয়া দীপ্তি। ক্যাপ্টেন লাইলা আমেরিকার প্রতিনিধি। ঢেউ খেলানো ঝিলমিলে সোনালি চুলের নীচে তার মিষ্টি মুখটি দেখে কারও বোঝার সাধ্য নেই যে এ মেয়েরও বৈজ্ঞানিক প্রতিভা থাকতে পারে। থট-রিডিং অথাৎ চিন্তা পঠনের একটা আশ্চর্য যন্ত্র আবিষ্কার করে ও দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। বিশেষ কিছু না, হেডফোনটা শুধু কানে লাগালেই হল। অপরের চিন্তা ইথারে যে তরঙ্গ তুলছে, তাকেই গ্রহণ করে যন্ত্রটি রূপায়িত করবে বিশেষ এক শব্দ তরঙ্গে। অভ্যাসের ফলে সে শব্দ তরঙ্গের অর্থ বুঝে নেওয়া লাইলার পক্ষে কঠিন নয় মোটেই। আর

তাই আমেরিকার প্রগতিশীল মহিলা সমিতি ওকে পাঠিয়েছে ভিন্ন গ্রহের অধিবাসীদের ভাষা পাঠ করার জন্যে।

বাংলা থেকে এসেছে মেজর ধীমান ব্যানার্জী। ভারতীয় আণবিক সংস্থায় বিশ বছর ধরে গবেষণা করে পৃথিবীর দরবারে ভারতের মুখোজ্জ্বল করেছে সে।

দু-মাস হল পৃথিবীর ঘাঁটি ছেড়ে এসেছে ওরা। একটানা একঘেয়ে যাত্রায় অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল ধীমান। তাই বিরক্তি আর চাপতে না পেরে গজ গজ করে ওঠে, 'কী ব্যাপার বলো তো পানকিন? এভাবে হাত-পা গুটিয়ে আর কাঁহাতক বসে থাকা যায়?'

হাতির দাঁতের মতো ধবধবে সাদা লিভার দুটো দু-হাতে ধরে রুপোলি পরদায় চোখ রেখে বসেছিল পানকিন। এ রকেটের কম্যান্ডার হলেও ধীমানের বন্ধুস্থানীয় সে। ওর ঝাঁঝালো গলা শুনে হাসি মুখে বললে, 'তুমি তো জানই, ফ্ল্যাগ অফিসারের আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত কিছুই করার উপায় নেই আমাদের।'

'কিন্তু তিনিই বা কেন ঠুঁটো জগন্নাথের মতো বসে রয়েছেন বুঝি না!'

উত্তর না দিয়ে হঠাৎ লিভারটা ঘুরিয়ে দিলে পানকিন— একটু দুলে ওঠে রকেটটা। চকিতে পরদার ওপর ভেসে ওঠে তিরের মতো এগিয়ে আসা একটা জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড। চোখের পলক ফেলার আগেই সাঁৎ করে পাশ দিয়ে পেছনে অদৃশ্য হয়ে যায় আগুনের গোলাটা।

সংঘর্ষ বাঁচিয়ে উত্তর দেয় পানকিন, 'ছায়াপথের যে অংশে আমাদের স্কোয়াড্রন চলেছে, তারই এক প্রান্তে নতুন একটা গ্রহ দেখা গেছে। নাম মিলক। আকারে আয়তনে মিলক গ্রহের সঙ্গে আমাদের পৃথিবীর আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। কক্ষপথে পৃথিবীর যা গতিবেগ আর যে রকম অবস্থান, মিলকেরও প্রায় তাই। আজ পর্যন্ত সেখানে কেউ যায়নি বটে, তবে সম্প্রতি একটা সার্ভে-রকেট দূরমাত্রার একটা ফোটো তুলে দেখিয়েছে যে মিলকে মানুষের মতো উন্নত প্রাণী থাকা খুবই স্বাভাবিক। আর তাই আমাদের তিনজনের এই অভিযান চলেছে মিলকে। আমার তো মনে হয় অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছি আমরা, আর বেশি দেরি নেই।

নিরুত্তরে বিরাট পরদার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ধীমান। বিচিত্র ছবির পর ছবি ভেসে আসছে ঝিলমিলে পরদাটার ওপর, চকিতে মিলিয়ে যাচ্ছে পেছনে।

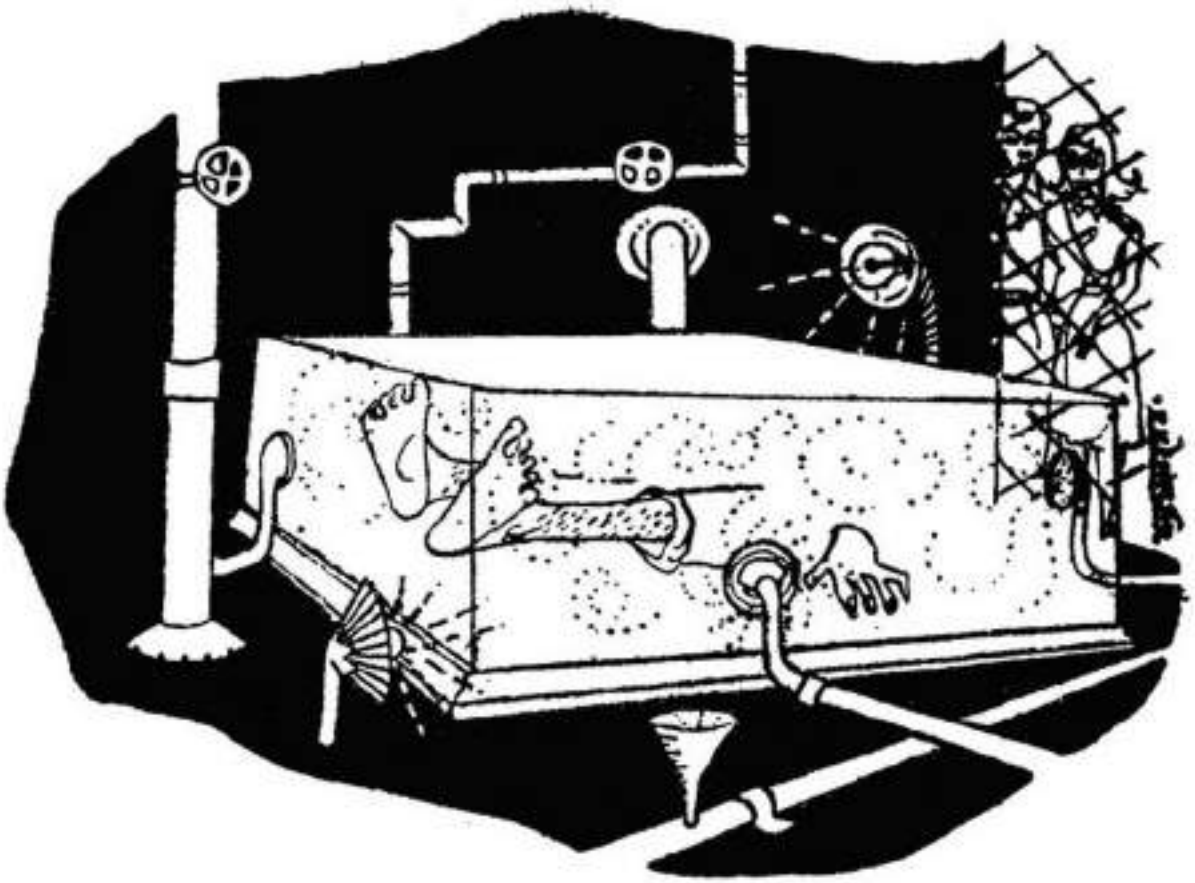

... হলুদ ধোঁয়া উঠতে লাগল দেহটি থেকে। ... ক্রমশ ...
মেঘের মত গলে গলে যাচ্ছে রক্তমাংসের দেহটি!

www.kalpabiswabooks.com
ISBN 978-81-959683-0-5
9 788195 968305
Price: ₹ 160.00